Rajshahi University journal of arts & law Vol. 53 (2025) pp. 111-134
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0705

মাক্কী ও মাদানী যুগে যাকাত : আল-কুরআনের আলোকে একটি পর্যালোচনা
[Zakat in the Makki and Madani Periods: A Review in the Light of the Quran]

মো. আশরাফুল ইসলাম*

Abstract

Allah Ta'ala has sent numerous Prophets and Messengers throughout the ages with the aim of enlightening the misguided mankind with the light of guidance. After that, various heavenly texts were revealed to them. Among these books, the best and greatest book is Al-Qur'anul Kareem. The book was revealed by Allah Ta'ala in accordance with the needs of His beloved Prophet Muhammad (PBUH) during the long twenty-three years of his prophetic life. As a result, certain laws of Islam were revealed at Makkah and some laws were revealed at Madinah. Zakat, one of the pillars of Islam, was also revealed in both the Makki and Madani eras. That is, some laws were revealed in Makkah before the migration of the Prophet (PBUH) and some laws were introduced in Madinah after the migration. So the scholars are on difference of opinion that whether the law of Zakat being obligatory was revealed in Makkah or Madinah. In this article, an attempt has been made to review the verses related to Zakat revealed in the Makki and Madani period.

Keywords: Islamic economics, Zakat, Rights of the poor, Makki era, Madani era.

ভূমিকা

পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে হিদায়াতের আলো তথা ইসলামের আলোতে আলোকিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তাঁদের উপর বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এসকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। গ্রন্থটিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াতী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন অনুসারে খণ্ডাকারে অবতীর্ণ করেছেন। ফলে অবধারিতভাবেই ইসলামের কতিপয় বিধান মক্কায় এবং কতিপয় বিধান মদীনায় অবতীর্ণ হয়। ইসলামের অন্যতম রুকন তথা যাকাত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধানও মাক্কী এবং মাদানী উভয় যুগেই অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ কতিপয় বিধান রাসূল (সা)-এর হিজরতের পূর্বে মক্কায় এবং কতিপয় বিধান হিজরতের পর মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আলিমগণ যাকাত ফরয হওয়ার বিধান মক্কায় না মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মাক্কী ও মাদানী যুগে অবতীর্ণ যাকাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে زَكَوَاتٌ।[১] আভিধানিক অর্থে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, সংশোধন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ, purification,[৩] purity, honesty, justification[৪] ইত্যাদি। আল-কুরআনে যাকাত (زَكَاةٌ) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ; ই-মেইল: ashrafulislam0609@gmail.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ "যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে।"[৫] কুরআন ও হাদীসে যাকাত শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে সাদাকা (**صَدَقَةٌ**) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৬] **صَدَقَةٌ** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **صَدَقَاتٌ**।

পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতিত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট নিঃশর্তসাপেক্ষে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

هُوَ إِيتَاء جُزْء من النّصاب الشَّرْعِيّ الْحَوْلي إِلَى فَقير مُسْلِم غَيْر هَاشِمِي وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْط قطع الْمَنْفعَة عَن الْمُزَكي للهِ تَعَالَى

"যাকাত হলো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপকার না পাওয়ার শর্তে হাশিমী বংশ ও তাঁদের দাস-দাসী ব্যতিত কোনো দরিদ্র মুসলমানকে এক বছর পূর্ণ হওয়া শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ থেকে অংশ বিশেষ প্রদান করা।"[৭]

আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জাযীরী (র) (১২৯৯-১৩৬০ হি.) বলেন,

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْص لِمُسْتَحقّه بشَرَائِطٍ مَخْصُوْصَة، وَهَذَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الَّذِيْنَ يمْلِكُوْنَ نِصَاب الزَّكَاةِ يفْتَرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطُوْا الْفُقَرَاء وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ مَنْ مُسْتَحَقِّي الزَّكَاة الْآتِيْ بَيَانهم قَدْراً مَعِيْناً مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِطَرِيْقِ التَّمْلِيْكِ

"উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বিশেষ মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকবর্গের উপর ফরয হলো যাকাত গ্রহণের যোগ্য ফকীর ও অন্যদের নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল দেওয়া।"[৮]

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত। নামাযের পরই এর স্থান। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ মক্কায় নামাযের বিধান ফরয করা হলেও যাকাতের বিধান কখন এবং কেন ফরয হয়েছে তা নিয়ে আলিমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হলো:

ক. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (র) (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, অধিকাংশ আলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর যাকাত ফরয হয়েছে বলে মত পোষণ করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউই সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ়তার সাথে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করেননি। তবে নবম হিজরীর পূর্বে যাকাত ফরয হয়।[৯]

খ. ইমাম নববী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) তাঁর 'রওযা' গ্রন্থের 'সিয়ার' অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[১০] আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (র) (১০২৫-১০৮৮ হি.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[১১]

গ. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (র) (৯৫৯-১০৫২ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর দ্বিতীয় হিজরীর রমযানের পূর্বে অথবা পরে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[১২]

ঘ. আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জাযারী (র) বলেন, দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাতের বিধান ফরয হয়।[১৩]

ঙ. ড. ওয়াহবাহ ইব্‌ন মুস্তাফা আয্‌-যুহায়লী (র) (১৯৩২-২০১৫ খ্রি.) বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনায় যাকাতের বিধান ফরয হয়।[১৪]

চ. ইব্‌ন আকীল (র) আল-ওয়াদিহ গ্রন্থে লিখেছেন, রোযা ফরয হওয়ার পর যাকাত ফরয হয়।[১৫]

ছ. ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আছীর (র) (মৃ. ৬০৬ হি.) তাঁর 'আত্‌-তারীখ' গ্রন্থে নবম হিজরীতে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু এ উক্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।[১৬]

জ. ইব্‌ন খুযায়মাহ (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। তিনি উম্মু সালামা (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তাঁরা যখন হাবশাতে হিজরত করেন তখন তাঁদের মধ্যে জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা)ও ছিলেন। তিনি বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট নবী করীম (সা) সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি তাদের কী কী শিক্ষা দিয়েছেন, সেই পর্যায়ে বলতে গিয়ে বলেন,

يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ

"তিনি আমাদের নামায পড়া, যাকাত দেয়া ও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।"[১৭]

যাকাত সম্পর্কিত উপর্যুক্ত মতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে আলিমগণ কতিপয় মত প্রদান করেছেন। নিম্নে সে সকল মতের মধ্যকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

ক. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল-ফিতর ফরয হয়। কাজেই তা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরেই হয়ে থাকবে। আবূ আম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কায়স ইবন সা'দ (রা)-কে সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ

"যাকাত সংক্রান্ত হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) আমাদেরকে তা দেয়ার জন্য আদেশ করেন। অতঃপর যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হয়।"[১৮] ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (র) আরও বলেন, বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্যে হিজরতের পর রমযানের রোযা ফরয হয়। কেননা যে আয়াত এ ফরয ঘোষণা করেছে, তা সর্বসম্মতভাবেই মদীনায় অবতীর্ণ হয়।[১৯]

খ. ইব্‌ন কাছীর (র) (৭০০-৭৭৪ হি.) বলেন, মক্কায় যাকাত ফরয হলেও এর নিসাবের পরিমাণ প্রভৃতি হুকুম মদীনায় নির্ধারিত হয়।[২০]

গ. সায়্যিদ সাবিক (র) (১৩৩৫-১৪২০ হি.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় যাকাত অনির্দিষ্টভাবে ফরয ছিল। কী পরিমাণ সম্পদে এবং কতটুকু দেয়া ফরয, তা নির্ধারিত ছিল না। মুসলমানদের সচেতনতা ও সহানুভূতির উপরই এটি ন্যস্ত ছিল। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণির সম্পদের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হয় দ্বিতীয় হিজরীতে। তখনই বিস্তারিতভাবে যাকাতের বিধান প্রবর্তিত হয়।[২১]

ঘ. ইউসুফ আল-কারযাভী (র) বলেন, সর্বজনজ্ঞাত মত হচ্ছে, যাকাত মদীনায় ফরয হয়েছে। আর মক্কায় যাকাত ছিল নিঃশর্ত, নিসাব ও পরিমাণ অনির্ধারিত। আর তা আদায় করা ব্যক্তিদের ঈমান ও তাদের মুমিন ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের কর্তব্যবোধের উপর ছিল ন্যস্ত।[২২] মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (র) (১৩১৪-১৩৯৬ হি.)[২৩] ও ইউসুফ ইব্‌নুস্‌-সায়্যিদ যাকারিয়্যা বিন্‌-নূরীও[২৪] অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

মোটকথা, মক্কায় যাকাত ছিল নিঃশর্ত, নিসাব ও পরিমাণ অনির্ধারিত। পক্ষান্তরে যাকাতের বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত বিধান পরবর্তীতে মদীনায় অবতীর্ণ ও কার্যকর হয়।

মাক্কী যুগে যাকাত

দারিদ্র দূরীকরণে ইসলাম যে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে, দরিদ্রদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা তথা মাক্কী যুগই তার প্রমাণ। এ সময় মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক শক্তি না থাকা সত্ত্বেও এই মানবিক ব্যাপারটি অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। কুরআন মাজীদ এ পর্যায়ে কখনো মিসকীনকে খাদ্য দান ও উৎসাহিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে, আবার কখনো স্পষ্ট ভাষায় যাকাত প্রদানের তাগিদ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

১. মিসকীনকে খাবার প্রদান ঈমানের অঙ্গ

সূরা আল-মুদ্দাছছির আল-কুরআনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। উক্ত সূরায় মিসকীনদের অধিকারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণে শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; কিন্তু ডানপন্থিরা, তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অপরাধীদের সম্পর্কে। বলবে, কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।"[২৫] মিসকীনদের পোশাক প্রদান, আশ্রয় দান এবং তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অনটন বিদূরণ প্রভৃতিও এই খাদ্যদান (**اطعام**) কথাটির অন্তর্ভুক্ত।[২৬]

২. মিসকীনের অধিকার আদায়ে উৎসাহ প্রদান

মাক্কী সূরা ও আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মিসকীনের প্রতি দয়া প্রদর্শন, খাবার দান প্রভৃতির পাশাপাশি প্রত্যেক মুমিনের উপর মিসকীনের অধিকার ধার্য করে দিয়ে তাদের খাবার দেয়া ও দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা এবং অন্যদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করাকে দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কাজ না করাকে কুফরীর সমতুল্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ-অসন্তোষ ও পরকালীন আযাব উদ্রেককারী বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

"ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ধরো একে গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।"[২৭]

এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে শাস্তির কথা বর্ণনার কারণ হলো দুটি। প্রথমত. সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখত না। দ্বিতীয়ত. মিসকীনদের খাবার দেয়ার জন্য লোকদের উৎসাহিত করত না। এসকল আয়াতে অত্যন্ত কঠিন আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে, যা অন্তরকে কাঁপিয়ে দেয়।[২৮] এগুলো ঠিক তেমনি, যেমন আবুদ্-দারদা (রা) তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন,

يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِلَّهِ لَسِلْسِلَةً لَمْ تَزَلْ تَغْلِي بِهَا مَرَاجِلُ النَّارِ، مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى جَهَنَّمَ إِلَى يَوْمِ تُلْقَى فِي رِقَابِ النَّاسِ، قَدْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْ نِصْفِهَا بِإِيمَانِنَا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، فَحُضِّي عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ

"হে উম্মু দারদা! আল্লাহ্র একটি শিকল রয়েছে, যা সব সময়– যে সময় জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সময় থেকেই জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা সেই দিন পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হবে, যেদিন তা লোকদের গলায় পরানো হবে। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার কারণে তার অর্ধেক থেকে তো তিনি আমাদের নাজাত দিয়েছেন। (এখন বাকি অর্ধেক থেকে মুক্তির জন্য) হে উম্মু দারদা! মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকো।"[২৯]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

"এটা অমূলক, বরং তোমরা এতিমকে সম্মান কর না এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।"[৩০] উক্ত আয়াতে সমাজের গরীব-মিসকীনদের মৌলিক অধিকার আদায়ের নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩১]

সূরা আল-মা'উনে এতিমকে গলাধাক্কা দেয়া ও মিসকীনকে খাবার দেয়ার জন্য উৎসাহ দান না করাকে বিচার দিনের প্রতি অবিশ্বাস এবং কুফরীর অনিবার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾

"আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।"[৩২]

৩. ভিখারী, বঞ্চিত, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের অধিকার

সূরা আয্-যারিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল মুত্তাকী লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁর নিকট জান্নাত ও অফুরন্ত নিয়ামত পাওয়ার অধিকারী হবে। তাদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"আর তাদের ধন-সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।"[৩৩]

যাচনাকারী বা প্রার্থী বলতে বুঝানো হয়েছে সে লোক, যে এসে দয়াস্বরূপ কিছু পেতে চায়; যদিও তার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর বঞ্চিত হলো, যার সম্পদ বলতে কিছুই নেই, উপার্জন নেই এমনকি জীবিকা নির্বাহের কোনো রোজগারও নেই।[৩৪] সূরা আল-মা'আরিজে এই পরিচয় পুনরায় উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের।"[৩৫]

এ আয়াতে ধনীদের সম্পদে একটি সুপরিজ্ঞাত অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। বহু মুফাসসিরের ভাষ্যমতে, উক্ত 'সুপরিজ্ঞাত অধিকার' হচ্ছে যাকাত। কেননা ধনীদের সম্পদে পরিমিত ও সুপরিজ্ঞাত অধিকার তো এটাই। তাঁরা এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর সর্বজনবিদিত কথা হচ্ছে, যাকাত কার্যত মদীনাতেই ফরয হয়। তাহলে বলতে হবে, উক্ত আয়াতে যে 'সুপরিজ্ঞাত অধিকার'-এর কথা বলা হয়েছে, তা ভাগ করে দেয়া অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তা ভাগ করে দিয়ে দেওয়ার কাজটিকে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ফরয করে নিয়েছিল এবং তারা প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য নির্দিষ্টও করে দিয়েছিল। তাহলে এ 'হক' ও সুপরিচিত 'যাকাত' এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, উক্ত 'হক' তারা নিজেরাই পরিমিত ও নির্ধারিত করে নিয়েছিল নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে। আর 'যাকাত' সুনির্দিষ্ট হয়েছে এবং পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে স্বয়ং শরীয়তের বিধানদাতা কর্তৃক।[৩৬]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾

"আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও।"[৩৭]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে; তারাই সফলকাম।"[৩৮]

এসকল কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাক্কী যুগেই মুসলমানের মনে এ ভাবধারা দৃঢ়মূল করতে চেয়েছেন যে, নিকটাত্মীয় ও অভাবগ্রস্ত সাধারণ লোকদের এক নিশ্চিত অধিকার রয়েছে তার সম্পদে এবং সেই হক আদায় করা তার একান্তই কর্তব্য। এটা নিছক ইচ্ছামূলক কোনো নফল দান নয়। তাই ইচ্ছা হলে দেবে নতুবা দেবে না– এরূপ করা যাবে না; বরং এটা অবশ্যই আদায় করতে হবে।[৩৯]

৪. যাকাত প্রদানে উৎসাহ প্রদান

মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রায় সর্বত্রই এই ধরণ ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সকল অবস্থাতেই দরিদ্রদের দুঃখ মোচনের আহবান জানানো হয়েছে। মুমিনদের সমাজে দরিদ্ররা যেন কষ্ট না পায় সেজন্য ধনীদের সম্পদ থেকে তাদের অংশ দিয়ে দেয়ার জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত এ পদ্ধতি ও রীতি পরিবর্তন করে 'যাকাত দান' কথাটি বলা হয়েছে। যারা তা আদায় করেছে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং যারা দেয়নি তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।[৪০]

রাসূল (সা)-এর মাক্কী জীবনে তৎকালীন মক্কার লোকদের দারিদ্র বিমোচন, ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিতকরণ ও সেখানকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শুভ সূচনা করে মানুষের মাঝে মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং তাদের মন থেকে সংকীর্ণতা ও কৃপণতা দূর করে আদর্শ চরিত্রে বলীয়ান করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম যাকাত বিষয়ক যে আয়াতটি অবতীর্ণ করেন তা হলো,

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

"আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।"[৪১]

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে মুশরিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে যাকাত শব্দটি সর্বপ্রথম সংযোজন করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে 'যাকাত' শব্দটির এটি ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখ এবং এ উল্লেখ করা হয়েছিল মুশরিকদের পরিচিতিদান প্রসঙ্গে। এখানে যাকাত শব্দের ব্যবহারের কারণ ও তার তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকারগণ দুটি মত প্রকাশ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা (র) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখের অভিমত হচ্ছে, এখানে যাকাত শব্দের অর্থ আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা, যা একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় দাখিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।[৪২]

আবার কতিপয়ের অভিমত হচ্ছে, এখানে যাকাত বলতে ধন- ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।"[৪৩]

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বা সরকারের প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা যে কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করেছেন তা হলো:

- যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে সাহায্য করে তিনি অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যারা আল্লাহ্র এ জমিনে আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে এবং অধীনস্থ সবাইকে মেনে চলতে দিক-নির্দেশনা দেবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে এই বলে নির্দেশ দেন যে,
- তারা নামায কায়েম করবে।
- যাকাত আদায়-বণ্টন করবে।
- মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।[৪৪]

এভাবে মদীনাবাসীর মাঝে এ নির্দেশগুলো বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে জিহাদ করে হলেও এগুলো বাস্তবায়ন করে একটি আদর্শ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়ে একই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

"সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।"[৪৫]

উপর্যুক্ত দুটি আয়াতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজের জনগণের ও রাষ্ট্রনায়কদের পরিচিতি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে। স্পষ্টত মনে হয়, রাসূল (সা) হিজরতের পরই মদীনায় যে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়েছিলেন, তারই ভাষা-চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। আয়াত দুটি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, রাসূল (সা)-এর তাওহীদী দাওয়াতের ভিত্তিতে যে মানবগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে তোলা হচ্ছে তার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা। এ জিহাদই মূলত ও কার্যত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য করা। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কর্ম এই জিহাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। আর এ সাহায্য কাজের ফলেই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য লাভ সম্ভব হবে এবং তা হলেই এমন ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতাসীন হবে, যারা নামায কায়েম করবে ও যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করবে। এ জনগোষ্ঠীই মুসলিম নামে অভিহিত। মাদানী জীবনের সূচনাতেই এরূপ আয়াত নাযিল হওয়া ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[৪৬]

এরপর মাদানী জীবনের দুই বছরের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর কাছে যে সূরাটি নাযিল করেন তা হলো সূরা আল-বাকারাহ। এ সূরাতেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পাঁচটি স্থানে যাকাতের ব্যাপারে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।[৪৭] যা নিম্নরূপঃ

মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের অন্যায়-অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর হিজরতের পরবর্তী বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতেই যাকাত ফরযরূপে ঘোষিত হয়।[৪৮] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

"আর তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো।"[৪৯]

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতের সম্বোধন বনী ইসরাঈলের প্রতি। তাই নামায কায়েম করা ও যাকাত দানের উক্ত নির্দেশ তাদেরই জন্য বলা যেতে পারে। অত্র সূরার ৮৩ নম্বর আয়াতটি উল্লিখিত হয়েছে বনী ইসরাঈলের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বিবরণ উল্লেখ প্রসঙ্গে। কাজেই এ আয়াতে উদ্ধৃত নামায ও যাকাতের নির্দেশও তাদের প্রতি মনে করতে হবে।[৫০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾

"যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।"[৫১]

অত্র সূরার ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

"তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে।"[৫২]

অত্র সূরার ১৭৭ নং আয়াতে প্রকৃত পুণ্যশীলতা লাভের উপায় ও পন্থা হিসেবে অন্যান্য কয়েকটি কাজের সাথে যাকাত আদায়ের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে; বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাগণের উপর এবং নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে ও কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই হলো পরহেযগার।"[৫৩]

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম সমাজকে প্রকৃত পুণ্যশীল ও কল্যাণধর্মী বানানোর লক্ষ্যেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং এ পর্যায়ে সাধারণত যে সব ভুল-ভ্রান্তি বা কুসংস্কার ছিল তার মূলোৎপাটন করেছেন।[৫৪]

অত্র সূরার ২৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎ কাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৫৫]

তৃতীয় হিজরীর শুরুতে নাযিল হয় সূরা আন্-নিসা। যাকাত প্রসঙ্গে এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾

"তুমি কি সেসব লোককে দেখনি? যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দিতে থাকো। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হলো, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহ্কে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়।"[৫৬]

উল্লিখিত আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ (যুদ্ধ) ফরয করার পূর্বে নামায ও যাকাত আদায় ও বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেন। কারণ মানুষের মধ্যে নামায ও যাকাত তাদের ঈমানী শক্তি ও আর্থিক অভাব দূরীভূত করার মাধ্যমে তাদেরকে যেকোনো শত্রুর মোকাবিলা করতে সাহস যোগাবে এবং এভাবে মুসলমানরা ভ্রাতৃত্ববোধে বলীয়ান হয়ে একই আদর্শে সংগঠিত হবে।[৫৭] অর্থাৎ তারা যদি পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী নামায কায়েম করে এবং যাকাত দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে, তাহলে যুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে তারা মানুষের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে না। এ থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে একটি স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলার প্রকৃত ও কার্যকর পন্থা হচ্ছে নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায়-বণ্টনের ব্যবস্থা কার্যকর করা। আর এ পন্থায় যদি কোনো সমাজকে গড়ে তোলা হয়, তাহলে সে সমাজের লোকেরা যেকোনো শত্রুর মোকাবিলা করতে সাহসী হবে এবং তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে। আর তা করা না হলে বা অপর কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে স্বাধীনতা সংরক্ষক সমাজ কখনো গড়ে তোলা যাবে না।[৫৮]

সূরা আন্-নিসার ১৬২ নং আয়াতে বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বিষয়াদি প্রসঙ্গে নামায ও যাকাতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে, যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করব মহাপুণ্য।"[৫৯]

সূরা আল-মায়িদার ১২ নং আয়াতেও অনুরূপ কথারই উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

"যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দিতে থাক, আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক। তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়।"[৬০]

অত্র সূরার ৫৫ নং আয়াতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।"[৬১]

এ আয়াতে যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় তাদেরকে অভয় দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক-অভিভাবক স্বয়ং আমি আল্লাহ্, মুহাম্মাদ ও ঈমানদার লোকেরা। সুতরাং মুসলমানদের ভয়ের বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

নবম হিজরীতে নাযিল হয় সূরা আত্-তাওবা। এ সূরার শুরুতে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে তাদের জন্য চার মাস সময়ের অবকাশ দেন। এই সময়সীমার মধ্যে তারা দুনিয়ার সর্বত্র পরিভ্রমণপূর্বক নিজেদের জন্য সুচিন্তিত পন্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদের যেখানে পাবে হত্যা করতে, বন্দি করতে, অবরোধ করতে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে অপেক্ষায় থাকতে বলা হলো। সেই সাথে এ কথাও বলা হলো যে,[৬২]

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো; কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৩]

এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, তাওবা করে ইসলাম কবুল করলে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলে এ যুদ্ধরত মুশরিকরাও শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।[৬৪] মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা থেকে বিরত থাকা ও তাদের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত প্রদান করা হয়েছে। প্রথমত. শিরক ও কুফর থেকে তাওবা করা। আর তার প্রমাণ হবে কালিমা তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-এর সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয়ত. মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় নামায আদায়, যা প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করতে হয়। কেননা হাদীসের ভাষায় নামাযই হলো একজন মুমিন ও কাফিরের মধ্যে অন্যতম পার্থক্যকারী। এছাড়া মুসলমানদের পারস্পরিক, আত্মিক, সামাজিক ও দীনী যোগসূত্র রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। তৃতীয়ত. নিয়মিত যাকাত আদায়, যা ধনীদের উপর তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য ফরয করা হয়েছে। এই যাকাত মুসলিম জনগণের পারস্পরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কসূত্র রক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম।[৬৫]

অত্র সূরার ১১ নং আয়াতে পুনরায় এ কথা আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

"অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।"[৬৬]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যারা তাওবা করে ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করার পর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ হুকুম তথা নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কাজ শুরু করবে তাদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করো। এ নামায ও যাকাত দেওয়ার উপরই ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সদস্য হওয়া নির্ভর করে।[৬৭] এ আয়াতের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী সমাজের ভিত্তি নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী সমাজে এ ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকর থাকতে হবে। যে সমাজে তা চালু নেই, তা ইসলামী সমাজ নামে অভিহিত হতে পারে না। আর এ ব্যবস্থা মেনে চলা ইসলামী সমাজের সদস্য হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। এ শর্ত লংঘনকারী ব্যক্তি ইসলামী সমাজের সদস্য হতে পারে না।[৬৮]

উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের সর্বত্রই নামাযের পাশাপাশি যাকাতের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। আর এ থেকেই উভয় ইবাদতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর উক্তি থেকে উক্ত বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছেন,

أُمِرْتُمْ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

"তোমাদেরকে একসাথে আদেশ করা হয়েছে নামায কায়েম করার ও যাকাত দেওয়ার জন্য। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার নামাযও হবে না।"[৬৯]

ইব্‌ন যায়দ (র) (২১-৯৩ হি.) বলেছেন,

افْتُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ جَمِيعًا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَقَرَأَ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ. وَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ مَا كَانَ أَفْقَهَهُ

"নামায ও যাকাত একসাথে ফরয করা হয়েছে। এ দুটির মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয়নি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র বাণী তিলাওয়াত করলেন, "অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই (সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১১)।" তারপর বললেন, যাকাত ছাড়া শুধু নামায গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর (রা)-কে রহম করুন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ফিকহবিদ।"[৭০] কেননা তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে দুটি জিনিসকে একত্র করেছেন, সে দুটিকে আমি কখনোই বিচ্ছিন্ন করব না।[৭১]

অত্র সূরাতেই মসজিদ আবাদকারী ও প্রতিষ্ঠাকারীদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে যাকাত প্রদানের বিষয়টি অন্যতম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করেছে, যাকাত আদায় করেছে ও আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৭২] এ আয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার নীতি অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় না করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর মসজিদ নির্মাণ অর্থাৎ মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব করার অধিকার লাভের নামও ঠিক তাই।[৭৩]

অত্র সূরার ৭১ নং আয়াতে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পরস্পরের ওলী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথা শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে।"[৭৪]

উক্ত আয়াতে প্রকৃত ইসলামী সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আর এরূপ সমাজ যে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভে ধন্য হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[৭৫]

৫ম হিজরীতে নাযিল হয় সূরা আন্-নূর। এ সূরার ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

"এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।"[৭৬] উক্ত আয়াতে ইসলামী সমাজের উচ্চস্তরের আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তিদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৭৭]

সূরা আল-আহযাব নাযিল হয় ৫ম হিজরীতে। এ সূরার ৩৩ নং আয়াতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।"[৭৮]

৫ম হিজরীতে সূরা আল-আহযাবের পরেই নাযিল হয় সূরা আল-মুজাদালাহ। এ সূরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

"তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।"[৭৯]

সূরা আল-মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮০]

মাক্কী ও মাদানী আয়াতসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

মাক্কী আয়াতসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে স্পষ্টত দেখতে পাওয়া যায় যে, এ পর্যায়ের কোনো একটি আয়াতেও **آتُوا الزَّكَاةَ** বা যাকাত দাও বলে যাকাতের বিধান ফরয করা হয়নি। বস্তুত এ আয়াতসমূহে

মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর মধ্যে যাকাত প্রদানের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৮১] তবে মাক্কী আয়াতসমূহে বিভিন্নভাবে যাকাতের উল্লেখ করে ঈমানদার লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য মানুষের মন-মগজ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের স্তূপীকৃত আবর্জনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা এবং সেই সাথে সমাজের দরিদ্র জনগণের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হয়ে তাদের অভাব মোচনের জন্য নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকার জন্য তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা।[৮২]

পক্ষান্তরে, মদীনায় অর্থাৎ হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে সকল আয়াতে যাকাত শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তার প্রত্যেকটি আয়াত উদ্ধৃত করে বিশেষভাবে নামায ও যাকাত সম্পর্কিত কথাটির রূপ যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মাদানী পর্যায়ে সূরা আল-বায়্যিনাহ ব্যতিত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা সূরা আল-হাজ্জের প্রথম উদ্ধৃত আয়াতেই বলা হয়েছে, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়-বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীনদের। এ দুটি মৌলিক ও ভিত্তিগত ইবাদত। তারা নিজেরা যেমন তা যথাযথভাবে পালন করবে, তেমনি রাষ্ট্রের আওতাধীন সমগ্র এলাকার মুসলমানরা তা যথাযথভাবে পালন করছে কি না, তার প্রতি কড়া ও সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং তা যথাযথভাবে পালন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করাও তাদেরই কর্তব্য। লক্ষণীয় যে, ইতঃপূর্বে মাক্কী যুগে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে যাকাতের উল্লেখ হয়েছে মুমিনদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে। এক্ষেত্রে সমাজ সমষ্টির কোনো দায়িত্বের কথা সেখানে বলা হয়নি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের কথা হিজরতের পরবর্তী সময়ে প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই সর্বপ্রথম বলা হয়েছে। কেননা এক্ষণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নবী করীম (সা)-এর নেতৃত্বে মদীনায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সে রাষ্ট্রের উপরই এ দায়িত্ব পালনের ভার উক্ত আয়াত দ্বারাই অর্পিত হয়েছে।[৮৩]

মাদানী যুগে নাযিলকৃত উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে সূরা আল-বাকারার ৪৩ ও ৮৩ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে সরাসরি 'নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও' বলে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের দ্বারাই যারা ইসলামী দীনের তাওহীদী সমাজ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের উপর যাকাতকে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। এখানে নামায কায়েম ও যাকাত আদায় সংক্রান্ত দুটি নির্দেশই বহুবচনের (**أَقِيمُوا وَآتُوا**) বলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ দুটি কাজই সামষ্টিক ও জামাআত বা সংগঠিত হয়ে করতে হবে। আর এতেই সমাজের লোকদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থিক উন্নয়ন হবে এবং মুসলমানরা হবে অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ভ্রাতৃত্ববোধে সমুজ্জ্বল।[৮৪] ১৭৭ নং আয়াতে পুণ্যশীলতা বা সৌভাগ্য লাভের উৎস ও উপায় হিসেবে অন্যান্য কয়েকটি কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কথা। ২৭৭ নং আয়াতে মুমিনদের অপরিহার্য গুণ হিসেবে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ নামাযের ন্যায় যাকাত প্রদান করাও মুমিন হওয়ার অনিবার্য দাবি ও শর্ত। এর কোনো একটি না করলে সে মুমিন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না এবং মুমিন হওয়ার দাবি করারও তার কোনো অধিকার থাকবে না।

সূরা আন্-নিসার ৫৫ নং আয়াতের বক্তব্যও তাই। সূরা তাওবার চারটি আয়াতেই মুসলিম সমাজের সদস্য ও দ্বীনী ভাই রূপে গণ্য হওয়ার জন্য নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়ের শর্ত ঘোষিত হয়েছে। তা করলেই এ সমাজের সদস্য হওয়ার অধিকার লাভ হবে, অন্যথায় নয়। সূরা আন্-নূরের আয়াতে ইসলামী সমাজের আদর্শ নাগরিকদের পরিচিতি স্বরূপ অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সাথে নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব থেকে তারা কখনোই গাফিল হয় না বলে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ পর্যায়ে সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে সূরা আল-মুজাদালার আয়াত। তাতে নামায

কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার নির্দেশের পরপরই আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ও ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের প্রতিই এ নির্দেশ।[৮৫]

মোটকথা, মাদানী আয়াতসমূহে যাকাত ফরয হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট আদেশের ভঙ্গিতে এবং তা দেওয়ার জন্য স্পষ্ট ভাষায় আদেশও উদ্ধৃত হয়েছে। ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত, কিন্তু উদ্ধৃত যাকাত সংক্রান্ত আদেশের গুরুত্বের কারণেই ইউসুফ আল-কারযাভী (র) মদীনায় অবতীর্ণ সূরা তাওবার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কেননা সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এই সূরা অন্যতম।

সূরা আত্-তাওবায় যাকাতের দৃষ্টান্ত

ক. সূরা তাওবার শুরুতে চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি তাদের জন্য চার মাসের অবকাশও নির্দিষ্ট করেন, যেন এই সময়ের মধ্যে তারা দুনিয়া পরিভ্রমণ করতে এবং নিজেদের জন্য একটি পন্থা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো; কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৮৬]

এ আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, তাওবা করে ইসলাম কবুল করলে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলে এ যুদ্ধরত মুশরিকরাও শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।[৮৭] মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করা থেকে বিরত থাকা ও তাদের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত প্রদান করা হয়েছে।

এ আয়াত অনুযায়ী মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য শর্ত হলো তিনটি। যথা-

- শিরক ও কুফর থেকে তাওবা করা। আর তা প্রমাণিত হবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে।
- মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবশ্য পালনীয় ফরয নামায কায়েম করা। কেননা তা ঈমান প্রকাশের ক্ষেত্র, ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় স্তম্ভ, যা প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করতে হয়। মুমিন ও কাফিরের মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রধান পার্থক্যকারী এবং মুসলমানদের পারস্পরিক, আত্মিক, সামষ্টিক ও দীনী যোগাযোগের প্রধান সূত্র।
- নিয়মিত যাকাত আদায়, যা ধনীদের উপর তাদের ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য ফরয করা হয়েছে। এই যাকাত মুসলিম জনগণের পারস্পরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কসূত্র রক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম।[৮৮]

খ. এ সূরায় ছয়টি আয়াতের পরই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য মুশরিক জাতি প্রসঙ্গে বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

"অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্য সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।"[৮৯]

তাহলে কাফিরদের জন্য মুসলিম সমাজে প্রবেশ করা এবং তাদের সাথে এমন দীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো পথই উন্মুক্ত নেই– যে ভ্রাতৃত্ব প্রত্যেক সমষ্টিকে একজন বানিয়ে দেয়, যেখানে ব্যক্তির জন্য তাই হয়, যা সমষ্টির জন্য হয়ে থাকে; ব্যক্তির দায়িত্ব তাই হয়, যা সমষ্টির দায়িত্ব এবং পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বেধে দেয়, এই রকমের ভ্রাতৃত্বের কোনো পথ দেখা যায় না। তবে একটি পথ রয়েছে। তা হলো, শিরক থেকে তাওবা করা এবং তার আনুষঙ্গিক প্রথম কাজ হচ্ছে, মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগত হতে সাহায্য করে যে নামায, সেই নামায কায়েম করা। এই নামাযের মাধ্যমেই তারা পরস্পরের সাথে পরিচিত, নিকটবর্তী ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যাকাত দেওয়া, যার মাধ্যমে তারা পরস্পরের দুঃখ মোচন করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে।

সাহাবীগণের সময় থেকেই বিশেষজ্ঞগণ একটি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তা হলো, নামাযের পাশাপাশি যাকাতের উল্লেখ কুরআন মাজীদের একটি অন্যতম রীতি। এ দুটিকে পৃথকভাবে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ثَلَاثٍ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ أُطِيعُ اللَّهَ وَلَا أُطِيعُ الرَّسُولَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59] وَمَنْ قَالَ أُقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا أُوتِي الزَّكَاةَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ شُكْرِ اللَّهِ وَشُكْرِ وَالِدَيْهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: 14]

"যে ব্যক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তাঁর রহমতের মধ্যে পার্থক্য করবেন। যে বলে, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করি, কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করি না; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো (সূরা আন্-নিসা, ৪ : ৫৯)।" যে বলে, আমি নামায কায়েম করি, কিন্তু যাকাত দেই না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও (সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩)।" যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪)।"[৯০]

গ. এ সূরাতেই আল্লাহ্ তা'আলা সে সকল মসজিদ প্রতিষ্ঠাকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে তিনি তা কবুল করবেন। তিনি বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

"নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নামায কায়েম করেছে, যাকাত আদায় করেছে ও আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৯১]

অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা যদি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না– যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে।

ঘ. এ সূরাতেই সে সব স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয়কারীদের প্রতি কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং সেগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে জমা করে রাখার জন্য আস্বাদ গ্রহণ করো।"[৯২]

আলিমগণ বলেছেন, এ পর্যায়ে এত কঠিন শাসনবাণী উচ্চারিত হওয়ার কারণ হলো, অর্থ-সম্পদের লোভ ও কার্পণ্য মানব-প্রকৃতির সাধারণ স্বভাব। তাই তারা যদি এ ব্যাপারে ভয় করে তা থেকে বিরত থাকতে পারে, তাহলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যমূলক সকল কাজে বিনয়ী ও নিবেদিত হবে বলে আশা করা যায়।[৯৩]

ঙ. যাকাত বাবদ লব্ধ সম্পদ কোথায় ও কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে, তাও এই সূরাতেই বলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাদাকা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এ কথা মূলত বলা হয়েছিল লোভী ও লালসান্ধ সেসব লোকের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ, যারা কোনোরূপ অধিকার ব্যতিতই যাকাতের সম্পদ পেতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সাদাকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। কতই না ভালো হতো, যদি তারা সন্তুষ্ট হতো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রাসূলও, আমরা শুধু আল্লাহ্কেই কামনা করি।"[৯৪] পরবর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৯৫]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা লোভীদের লোভ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাদের লালসাগ্রস্ত জিহবা কর্তন করলেন। যাকাত বণ্টনের কাজটিকে লোভীদের লোভ-লালসার অধীন করেননি বা কোনো প্রশাসকের ইচ্ছাধীনও করে দেননি; বরং তার বণ্টন আটটি খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। আর এই বণ্টন খাত যে অতীব ইনসাফপূর্ণ, তাতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। বস্তুত ঈমানদার লোকদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে?[৯৬]

আয়াতটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়, সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজ যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। সেই সাথে বলা হয়েছে যে, যাকাত সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব ব্যক্তির উপর নয়, বরং সরকারের উপর ন্যস্ত।[৯৭]

চ. মুসলিম সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে তোলার পদ্ধতি ও বিধি-বিধানের কথাও এ সূরাতেই বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথা শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপরই আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।"[৯৮]

মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যকারী অন্যতম বিষয় হচ্ছে যাকাত। উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"মুনাফিক নর-নারী সবারই গতিবিধি একরকম; মন্দ কথা শিক্ষা দেয়, ভালো কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান।"[৯৯]

মুনাফিকদের 'হাত মুষ্টিবদ্ধ' করার অর্থ লোভ ও লালসান্ধ হওয়া। তারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিত্যাগ করেছেন; কিন্তু মুমিনগণ হাত উন্মুক্ত, প্রশস্ত ও প্রসারিত করে রাখে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে ব্যাপকভাবে দান-সাদাকা ও আল্লাহ্ তা'আলার পথে অর্থ ব্যয় করে। ফলে তারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।[১০০]

ছ. এ সূরাতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা) এবং তাঁর পরে যারাই মুসলিম উম্মতের পরিচালক হবে তাদের সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন যে,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"তাদের সম্পদসমূহ থেকে যাকাত গ্রহণ করো, যেন এর মাধ্যমে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছুই শোনেন, জানেন।"[১০১]

মুফাসসিরগণ আয়াতটির তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, **أَمْوَالِهِمْ** শব্দের পূর্বে **مِنْ** বসানো হয়েছে বলে সম্পদের একটা অংশ গ্রহণের নির্দেশ বুঝায়। কেননা ফরয যাকাত বাবদ সম্পূর্ণ সম্পদ দিতে হয় না, তার থেকে নির্দিষ্ট একটি অংশই শুধু দিতে হয়। আর **مِنْ أَمْوَالِهِمْ** (তাদের সম্পদসমূহ থেকে) বলা হয়েছে; **مِنْ مَالِهِمْ** (তাদের সম্পদ থেকে) বলা হয়নি। বহুবচনের এই শব্দ বিভিন্ন প্রকার ও ধরনের সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করছে বিধায় সেই সবকিছু থেকেই নির্দিষ্ট অংশ আদায় করতে হবে। আর (তাদের) বলে সমস্ত মুসলিম উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। সর্বসাধারণ মুফাসসিরের এটাই মত। এ থেকে প্রমাণিত

হয় যে, সকল মুসলমানের সর্বপ্রকারের সম্পদ থেকেই যাকাত গ্রহণ করতে হবে। কেননা দ্বীনের হুকুম-আহকাম পালনে তারা সকলেই সমানভাবে বাধ্য।[১০২]

আয়াতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যাকাত আদায় করবে রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। হাদীস থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হয়। খুলাফায়ে রাশেদুন বাস্তবে যে আমল করেছেন, তাও এ কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে যাকাত দিতে অস্বীকারকারী বিদ্রোহীরা এ আয়াতকে ভিত্তি করেই বলেছিল যে, আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূল (সা)-কে। কাজেই কেবল তিনিই যাকাত আদায়ের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কেউই যাকাত আদায় করতে পারেন না। আর তিনি তো ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেছেন। অতএব আর যাকাত নেওয়া যাবে না, দিতেও হবে না।[১০৩] বিশেষজ্ঞগণ এ ধারণাটির তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, তাদের এই সন্দেহ নিতান্তই ভিত্তিহীন।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, উক্ত আয়াতে যে 'সাদাকাত' এর কথা বলা হয়েছে, তাতে 'যাকাত' বুঝায় না। তাবূক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি, যারা নেক আমলের সাথে বদ আমল সংমিশ্রিত করেছে, আয়াতটি তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের কাছ থেকে যে 'সাদাকা' গ্রহণ করা হয়েছে, তাই তাদের উক্ত গুনাহের কাফফারা হয়েছে। তাহলে তা 'নফল দান' বিশেষ এবং বিশেষভাবে তাদের জন্য প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত কথা থেকেও তাই মনে হয়, অথচ সাধারণ অর্থবোধক শব্দে কারণের কোনো বিশেষত্ব গণ্য হতে পারে না। যাকাত যে ফরয সেখানেও তাদের বিশেষত্ব কিছু নেই। আর তাদের যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকাটাও তার কারণ হতে পারে না। কেননা যাকাত হচ্ছে ইসলামের অন্যতম হক। অপরাধের 'প্রায়শ্চিত্ত' বা কাফফারা স্বরূপ তা ফরয করা হয়নি। ইমাম তাবারী (র)ও এ কথাই সমর্থন করেছেন। এছাড়া বহুসংখ্যক ব্যাখ্যাকারও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।[১০৪]

পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক মুফাসসির বলেছেন, উক্ত আয়াতের **الصَّدَقَاتُ** শব্দের অর্থ 'যাকাত'। প্রাচীন ও পরবর্তী সর্বকালের দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ফকীহগণ এ আয়াতের ভিত্তিতেই যাকাতের যাবতীয় বিধান সংকলন করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী কথা 'সাদাকা' শব্দের অর্থ হিসেবে যাকাত মনে করণে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। আর পরবর্তী আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যুক্ত করে তাফসীর করতে হলে তার জন্য অকাট্য দলীলের প্রয়োজন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও এ কথা বর্ণিত হয়েছে। কুশায়রী (র)-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ইকরামা (র)ও এ মতই প্রকাশ করেছেন।[১০৫]

তবে পূর্ব ও পরবর্তী আয়াতের মধ্যে সংযুক্তি সূত্র হিসেবে ফখরুদ্দীন আর্-রাযী (র) (৫৪৪-৬০৬ হি.) অপর একটি যুক্তিসঙ্গত দিকের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, যাকাত তাদের উপর ফরয ছিল। তারা যখন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকার গুনাহ থেকে তাওবা করল, উত্তমভাবে ইসলাম মেনে চলতে শুরু করল এবং যাকাতও দিতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন, অথচ কোনো মুনাফিকের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা হয় না।[১০৬]

'বিশেষ কারণ' শব্দের সাধারণ অর্থজ্ঞাপনের বিরোধী নয়। বিশেষজ্ঞগণের নিকট এটাই গ্রহণযোগ্য মত। উক্ত আয়াতের 'সাদাকাত' শব্দের অর্থ যে যাকাত, তার বড় দলীল হচ্ছে, আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারীরা এই আয়াতকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছিল। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত গ্রহণের অধিকার নেই, এটা বিশেষভাবে শুধু রাসূল (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আবূ বকর (রা) এবং অন্যান্য সমস্ত সাহাবী তাদের ভুল ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছেন এবং

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তখন তারা বাধ্য হয়ে সেই সময়ের খলীফাকে যাকাত প্রদান করেছে যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদান করত।[১০৭] এমনকি আবূ বকর (রা) বলেছিলেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ

"যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক (অবশ্য পালনীয় বিধান)। আল্লাহ্র শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব।"[১০৮]

আলোচ্য আয়াতটি 'ফরয সাদাকা' তথা যাকাত ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে নাযিল হয়েছে এমন কথা কেউ বলেননি। পরবর্তী কোনো আলিমও এই মত প্রকাশ করেননি। সকলেই একবাক্যে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, উক্ত আয়াতে যেমন রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে তেমনি তাঁর পরে যারাই মুসলিম উম্মতের কর্ণধার হবে তাদের সকলকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।[১০৯]

'সাদাকাত' অর্থ যে যাকাত তার কতগুলো লক্ষণও রয়েছে। বনু হাশিম গোত্রের কতিপয় যুবক রাসূল (সা)-এর নিকট যাকাত সংস্থার কর্মচারী হওয়ার দাবি জানায়। তাদের এই দাবির জবাবে নবী করীম (সা) বলেছিলেন,

اِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا اَلِ مُحَمَّدٍ اِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخَ النَّاسِ

"এই যাকাত (তা সংগ্রহের কর্মচারী হওয়া) মুহাম্মাদের বংশের লোকদের জন্য হালাল নয়। কেননা তা জনগণের ময়লা।"[১১০]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: **وَصَلِّ عَلَيْهِمْ** "আর তুমি তাদের জন্য দোয়া করো।" এ প্রতীকী ও ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

"লোকজন যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট নিজেদের সাদাকা নিয়ে উপস্থিত হতো তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! অমুকের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। একবার আমার পিতা সাদাকা নিয়ে হাযির হলে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ্! আবূ আওফার বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।"[১১১]

রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের 'সাদাকা' গ্রহণের আদেশ পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পরবর্তী আদেশ সাদাকা দাতার জন্য রহমতের দোয়া করার আদেশও পালন করেছেন, যা উক্ত হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ কারণেই সকল আলিম এই মত প্রদান করেছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর স্থলাভিষিক্তের কর্তব্য হলো যাকাতদাতা যখন 'যাকাত' আদায় করবে তখন তার জন্য দোয়া করা।

সূরা তাওবায় যাকাত সম্পর্কে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা। আর তা মাদানী সূরাসমূহে যাকাত ফরয হওয়ার এবং তার বিধি-বিধানের গুরুত্ব বুঝানোর ব্যাপারে প্রযুক্ত সাধারণ ভঙ্গির প্রতীক।[১১২]

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَمَّا صَدَّقَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ زَادَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمُ الزَّكَاةَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهَا زَادَهُمُ الصِّيَامَ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهِ زَادَهُمُ الْحَجَّ، فَلَمَّا صَدَّقُوا بِهِ زَادَهُمُ الْجِهَادَ، ثُمَّ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমার সাক্ষ্যসহ। লোকেরা যখন তা গ্রহণ করে নিল তখন তাদের জন্য নামায ফরয করা হলো। তাও যখন তারা পালন করতে লাগল তখন রোযা ফরয করা হলো। তাকে যখন তারা সত্যরূপে গ্রহণ করে নিল তখন তাদের উপর যাকাত ফরয করা হলো। তা মেনে নেওয়ার পর হজ্জ ফরয করা হলো। তারপর ফরয করা হলো জিহাদ। অতঃপর তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩)।"[১১৩]

উপসংহার

মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন-যাপন করতে শুরু করেন। সেখানে তাঁদের ছিল ভৌগোলিক ভূখণ্ড, প্রশাসনিক সংস্থা ও সার্বভৌমত্ব। তাই এখানে ইসলামী প্রশাসনিক আইন এমন নতুন রূপ লাভ করেছিল, যা উক্ত উত্তরণের সাথে সম্পূর্ণভাবে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। এখানে সবকিছু ছিল সুনির্দিষ্ট ও বিশেষভাবে চিহ্নিত। যদিও পূর্বে মক্কায় তাই ছিল সাধারণ ও শর্তহীন। মক্কায় যা ছিল শুধু উপদেশ, দৃষ্টি আকর্ষণ ও নিতান্তই উৎসাহদান পর্যায়ে, মদীনায় তাই হয়েছে শক্তি ও সার্বভৌমত্ব বলে জারি ও কার্যকর। এখানেও মানুষের ঈমান ও মনের প্রতি আবেদন পরিত্যক্ত হয়নি। যাকাতের ব্যাপারে এ মাদানী রীতিটি অত্যন্ত প্রকট। এখানে শরীয়তপ্রণেতা যাকাতের নিসাব, ফরয হওয়ার শর্ত ও পরিমাণ, তার ব্যয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি সবকিছুই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যাকাত আদায় ও বণ্টনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্থাও গড়ে উঠেছিল এখানে। মোটকথা, মাদানী আয়াতসমূহে যাকাত ফরয হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট আদেশের ভঙ্গিতে এবং তা দেওয়ার জন্য স্পষ্ট ভাষায় আদেশও উদ্ধৃত হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাবি ওয়াল-উলূম* (বৈরূত: আল-মাতবা'আতুল-কাছূলীকিয়্যাহ, ১৯শ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৩০৩; ড. মুহাম্মাহ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরূত: দারুন্-নাফাইস, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৩।

২ ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল-আরব*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৩৫৮; হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মাদ রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৩৮০-৩৮১; আশ্-শরীফ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১৪; সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১০৮৭।

৩ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of islam* (New Delhi: Rupa & Co, 3rd Impression, 1993), p. 699.

৪ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Services, Inc, Third Edition, 1976), p. 379.

৫ আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আ'লা, ৮৭ : ১৪।

৬ আল-মাওয়ারদী বলেন, যাকাতই সাদাকা এবং সাদাকাই যাকাত। নামের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও যে জিনিসের নামকরণ করা হয়েছে, তা এক ও অভিন্ন। দ্র. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৪০।

৭ বদরুদ্দীন আল-আয়নী, *উমদাতুল কারী শারহু সহীহিল বুখারী*, ৯ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত্‌-তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৮।

৮ আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জাযীরী, *আল-ফিক্‌হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬।

৯ ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ২৬৬।

১০ পূর্বোক্ত।

১১ আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, *আদ্‌-দুররুল মুখতার* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৬; ইব্‌ন আবিদীন আদ্‌-দিমাশকী, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল-ফিক্‌র, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫৬।

১২ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহ্‌লভী, *মাদারিজুন-নবুওয়াত*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২২৩।

১৩ আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-জুযায়রী, *আল-ফিক্‌হু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩৬।

১৪ ড. ওয়াহবাহ ইব্‌ন মুস্তাফা আয্‌-যুহায়লী, *আল-ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৩য় খণ্ড (দিমাশকঃ দারুল-ফিক্‌র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ১৫৬।

১৫ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

১৬ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

১৭ পূর্বোক্ত।

১৮ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ* (বৈরূতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), হাদীস নং ২৩৮৪০।

১৯ *ফাতহুল-বারী শারহু সহীহিল-বুখারী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৭।

২০ ইব্‌ন কাছীর আদ্‌-দিমাশকী, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক: মুহাম্মাদ হুসায়ন শামসুদ্দীন, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.), পৃ. ৪০৩।

২১ সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস-সুন্নাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩২৮।

২২ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০-৬১।

২৩ মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), খণ্ড ৭, পৃ. ৩।

২৪ ইউসুফ ইব্‌নুস্‌-সায়্যিদ যাকারিয়্যা বিন্‌-নূরী, *মা'আরিফুস্‌-সুনান শারহু সুনানুত্‌-তিরমিযী* (করাচীঃ সাঈদ কোম্পানী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৫৯-১৬০।

২৫ সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির, ৭৪ : ৩৮-৪৭।

২৬ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।

২৭ সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ৩০-৩৪।

২৮ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

২৯ ইব্‌ন যানজূইয়াহ, *আল-আমওয়াল* (সৌদি আরবঃ মারকাযুল মুলক ফায়সাল লিল-বুহূছি ওয়াদ্‌-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), কিতাবুস্‌-সাদাকাতি ওয়া আহকামিহা ওয়া সুনানিহা, বাবু ফাদলিস্‌-সাদাকাতি ওয়াছ্‌-ছাওয়াবু ফী ই'তাইহা, হাদিস নং ১৩১৪, খণ্ড ২, পৃ. ৭৬৩।

৩০ সূরা আল-ফাজর, ৮৯ : ১৭-১৮।

৩১ *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৩২ সূরা আল-মা'উন, ১০৭ : ১-৩।
৩৩ সূরা আয্-যারিয়াহ, ৫১ : ১৯।
৩৪ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬।
৩৫ সূরা আল-মা'আরিজ, ৭০ : ১৯-২৫।
৩৬ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।
৩৭ সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৬।
৩৮ সূরা আর্-রূম, ৩০ : ৩৮।
৩৯ *ফিক্হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।
৪০ পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯।
৪১ সূরা হা-মীম আস্-সাজদাহ, ৪১ : ৬-৭।
৪২ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *যাকাত* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৬; জাবেদ মুহাম্মাদ, *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪১৫ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৮।
৪৩ সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৪০-৪১।
৪৪ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৪।
৪৫ সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৭৮।
৪৬ *যাকাত*, পৃ. ২৭।
৪৭ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৫।
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩১।
৪৯ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৪৩।
৫০ *যাকাত*, পৃ. ২৮।
৫১ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৮৩।
৫২ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১১০।
৫৩ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৭৭।
৫৪ *যাকাত*, পৃ. ২৮।
৫৫ সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৭৭।
৫৬ সূরা আন্-নিসা, ৪ : ৭৭।
৫৭ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৬-২৭।
৫৮ *যাকাত*, পৃ. ২৯।
৫৯ সূরা আন্-নিসা, ৪ : ১৬২।
৬০ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১২।
৬১ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫৫।
৬২ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ৩১।
৬৩ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ৫।
৬৪ *যাকাত*, পৃ. ৩০।
৬৫ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ৩১।
৬৬ সূরা আত্-তাওবাহ, ৯ : ১১।
৬৭ *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৭-২৮।
৬৮ *যাকাত*, পৃ. ৩০।
৬৯ মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, *জামি'উল-বায়ান ফী তা'বীলিল-কুরআন*, তাহকীক: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি./২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৫৩; শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৮১।

[৭০] *জামি'উল-বায়ান ফী তা'বীলিল-কুরআন*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৫৩; *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
[৭১] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।
[৭২] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ১৮।
[৭৩] *যাকাত*, পৃ. ৩১।
[৭৪] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৭১।
[৭৫] *যাকাত*, পৃ. ৩১।
[৭৬] সূরা আন্‌-নূর, ২৪ : ৩৭।
[৭৭] *যাকাত*, পৃ. ৩২।
[৭৮] সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৩।
[৭৯] সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৩।
[৮০] সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল, ৭৩ : ২০।
[৮১] *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৩-২৪।
[৮২] *যাকাত*, পৃ. ২২।
[৮৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।
[৮৪] *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ২৮।
[৮৫] *যাকাত*, পৃ. ৩৩-৩৪।
[৮৬] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৫।
[৮৭] *যাকাত*, পৃ. ৩০।
[৮৮] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০; *ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত*, পৃ. ৩১।
[৮৯] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ১১।
[৯০] *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৮১।
[৯১] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ১৮।
[৯২] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৩৪-৩৫।
[৯৩] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।
[৯৪] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৫৮-৫৯।
[৯৫] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৬০।
[৯৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, **﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾** "তারা কি জাহিলী যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্‌ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" দ্র. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫০।
[৯৭] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
[৯৮] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৭১।
[৯৯] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ৬৭।
[১০০] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
[১০১] সূরা আত্‌-তাওবাহ, ৯ : ১০৩।
[১০২] *ফিক্‌হুয্‌-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬।
[১০৩] পূর্বোক্ত।
[১০৪] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬-৬৭।
[১০৫] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।
[১০৬] ফখরুদ্দীন আর্‌-রাযী, *মাফাতীহুল-গায়ব*, ১৬শ খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), পৃ. ১৩৪।
[১০৭] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮১।

[১০৮] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (বৈরূতঃ দারু ইব্ন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ই'তিসামি বিল-কিতাবি ওয়াস্-সুন্নাহ, বাবুল ইকতিদাই বি সুনানি রাসূলিল্লাহি (সা), হাদীস নং ৭২৮৪।

[১০৯] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

[১১০] পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

[১১১] *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুয্-যাকাত, বাবু সালাতিল ইমামি ওয়া দু'আইহী লিসাহিবিস্-সাদাকাতি, হাদীস নং ১৪৯৭।

[১১২] *ফিক্‌হুয্-যাকাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

[১১৩] ইব্ন বাত্তাহ আল-আকবারী, *আল-ইবানাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড (রিয়াদঃ দারুর রায়াহ লিন্-নাশরি ওয়াত্-তাওযী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮ খ্রি.), বাবু মা'রিফাতিল ঈমান ওয়া কায়ফা নাযালা বিহিল কুরআনু ওয়া তারতীবিল ফারাইযি ওয়া আন্নাল ঈমান কাওলুন ওয়া আমালুন, হাদীস নং ৮১৫।